Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-II, published on April 2023, Page No. 305 – 311
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

পাণিনীয় ব্যাকরণ ও মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণের আলোকে অচ্-সন্ধির সূত্রসমূহের একটি তুলনাত্মক সমীক্ষা

দীপাঞ্জন চক্রবর্ত্তী
SACT, সংস্কৃত বিভাগ
শ্রী অগ্রসেন মহাবিদ্যালয়
ইমেইল : dipanjanugb@gmail.com

Keyword
Mugdhabodha Vyākaraṇa, Pāṇinīya Vyākaraṇa, Ac Sandhi.

Abstract
সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্রের আকাশে উজ্জ্বলতম নক্ষত্র হলেন আচার্য পাণিনি। তবে পাণিনির সমকালে ও পাণিনির পরবর্তীযুগে এদেশে বহূরকমের ব্যাকরণ প্রচলিত ছিল। তেমনি বঙ্গদেশে প্রচলিত বোপদেব বিরচিত মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ অপাণিনীয় ব্যাকরণ গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম। যদিও পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণই মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণের ভিত্তি, মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণের সূত্রগুলিও অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণের সূত্রগুলির সরলীকৃত রূপায়ণ বিশেষ। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ও বোপদেব বিরচিত মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণের অচ্-সন্ধির সূত্রালোচনাপূর্বক একটি তুলনামূলক তথ্যোপস্থাপন করা যেতে পারে এই শোধপত্রে।

পাণিনি তার অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থে 'অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ' (৬.১.১০১) এই সূত্রটি করেছেন। এই বিষয়ে বোপদেব পাণিনিকে অনুসরণ করেছেন। এই বিষয়ে বোপদেবের মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণের সূত্রটি হল 'সহ র্ণে র্ঘঃ' (১.২.২২)। সূত্রদুটির রূপগত বৈসাদৃশ্য থাকলেও অর্থগত পুরোপুরি সাদৃশ্য রয়েছে। অর্থাৎ সবর্ণ পরে থাকলে, পর সবর্ণের সঙ্গে পূর্ব সবর্ণের দীর্ঘ একাদেশ হয়। যেমন- লক্ষ্মীশঃ। লক্ষ্মী ঈশঃ এই রূপে পদের বিশ্লেষ করলে লক্ষ্মী পদের শেষ ঈ-কার এবং ঈশঃ পদের প্রথম ঈ-কার এই দুই মিলে দীর্ঘ ঈ-কার হল এবং লক্ষ্মীশঃ এরূপ স্থিতি হল। আবার পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থে 'আদ্ গুণঃ' (৬.১.৮৭) ও 'বৃদ্ধিরেচি' (৬.১.৮৮) এই দুই সূত্র-ও দেখা যায়। কিন্তু এই বিষয়ে বোপদেব মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণে একটি সূত্রের অবতারনা করে পাণিনির দুটি সূত্রের অর্থকে একটি সূত্রে রূপান্তরিত করেছেন, সূত্রটি হল- 'আদিগেচোর্ণুব্রী' (১.২.২৩)। অর্থাৎ অ-কার এবং আ-কারের পর ইক্ (ই, উ, ঋ, ঌ) এবং এচের (এ, ও, ঐ, ঔ) যথাক্রমে গুণ এবং বৃদ্ধি হয়। যথা- মাধব+ঋদ্ধি= মাধবর্দ্ধি(গুণ)।আবার পাণিনীয় ব্যাকরণে একটি সূত্র পাওয়া যায়- 'সর্বত্র বিভাষা গোঃ' (৬.১.১২২)। এ বিষয়ে মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণে বোপদেব রূপের সংক্ষিপ্তকরণের দ্বারা একটি পৃথক সূত্র চয়ন করেছেন- 'গোর্বা' (১.২.৩৯)। এই দুই সূত্রের রূপগত বৈষম্য থাকলেও অর্থগত পুরোপুরি সাদৃশ্য আছে। আবার বোপদেব শুধু পাণিনিকেই অনুসরণ করেন নি, বার্ত্তিককার কাত্যায়নকেও অনুসরণ এবং অনুকরণ করেছেন। কিন্তু কিছু স্বতন্ত্রতা লক্ষ্য করা যায় বোপদেবের মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণে। যেমন- 'এবে চানিয়োগে' (বার্ত্তিক ৩৬৩১) এই বার্ত্তিকটিকে বোপদেব অনুসরণ এবং অনুকরণ করলেও পররূপ একাদেশকে কোনো ভাবেই স্বীকার করেন নি তাঁর

মুগ্ধবোধব্যাকরণে। এবিষয়ে বোপদেবের সূত্রটি হল 'এবে 'নিয়োগে' (১.২.২৭)। অর্থাৎ এব শব্দ পরে থাকলে পূর্বপদস্থিত অন্তিম অ-বর্ণের লোপ হয়, এব শব্দের নিয়োগ অর্থ হলে হয় না। নিয়োগ না বোঝালে অ-কারের পর এব শব্দ থাকলে অ-বর্ণের লোপ হয়। নিয়োগ শব্দের অর্থ অবধারণ। যথা- অদ্য এব, অদ্যেব। অর্থাৎ বোপদেব পররূপ একাদেশ স্বীকার না করে **অদ্যেব**-তে **অদ্য**-এর অন্তিম অ-কারের লোপ করে **অদ্যেব** পদটি সিদ্ধ করেছেন। এবিষয়ে বোপদেবের স্বতন্ত্রতা লক্ষ্য করা যায়। পাণিনীয় ব্যাকরণে 'শকন্ধ্বাদিষু পররূপম্ বাচ্যম্' (বার্ত্তিক ৩৬৩২) এই বার্ত্তিকটি আছে। এই বার্ত্তিকটির অনুসরণে বোপদেব 'মনীষাঃ' (১.২.৩৪) - এই সূত্রটি চয়ন করেন। সূত্রদুটির যেমন রূপতাত্ত্বিক বৈষম্য রয়েছে তেমন বক্তব্যের দিক থেকেও পুরোপুরি সাদৃশ্য নেই। এখানেও পররূপ একাদেশকে কোনো ভাবেই স্বীকার করেন নি বোপদেব তাঁর মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণে।

উপরিউক্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পাণিনিকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বোপদেব শুধু অনুসরণ করেছেন এবং কিছু স্বতন্ত্রতারও উল্লেখ করেছেন বোপদেব তাঁর মুগ্ধবোধব্যাকরণে। উভয়ের অচ্-সন্ধির তুলনাত্মক বিশ্লেষণই এই শোধপত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য।

Discussion

বেদাঙ্গ সমূহের মধ্যে অন্যতম হল ব্যাকরণ। সংস্কৃত ব্যাকরণশাস্ত্রের আকাশে ধ্রুবতারাসদৃশ হলেন আচার্য পাণিনি। তবে পাণিনির সমকালে ও পাণিনির পরবর্তীযুগে এদেশে বহূরকমের ব্যাকরণ প্রচলিত ছিল। তেমনি বঙ্গদেশে মুখ্যতঃ রূপে নবদ্বীপ ও মধ্যবঙ্গে প্রচলিত বোপদেব বিরচিত মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ অপাণিনীয় ব্যাকরণগ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম। প্রায় সাতশত বৎসর পূর্বে মধ্যভারতে এই ব্যাকরণের উৎপত্তি। পাণিনিকে অনুসরণ করে পরবর্ত্তীকালে অনেক বৈয়াকরণ বিভিন্ন ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেন। যদিও পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীকে অবলম্বন করেই বোপদেব মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ রচনা করেন, বোপদেব পাণিনি প্রণীত সংস্কৃত ব্যাকরণের চর্চা করেছেন সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ও বোপদেবের মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণের অচ্-সন্ধির সূত্রালোচনাপূর্বক একটি তুলনামূলক তথ্যোপস্থাপন করা যেতে পারে এই শোধপত্রে।

পাণিনি তাঁর অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থে 'অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ' (৬.১.১০১)[১] এই সূত্রটি করেছেন। এই বিষয়ে বোপদেব পাণিনিকে অনুসরণ করেছেন। এই বিষয়ে বোপদেবের মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণের সূত্রটি হল 'সহ র্ণে র্ঘঃ' (১.২.২২)[২]। সূত্রদুটির রূপগত বৈসাদৃশ্য থাকলেও অর্থগত পুরোপুরি সাদৃশ্য রয়েছে। অর্থাৎ সবর্ণ পরে থাকলে, পর সবর্ণের সঙ্গে পূর্ব সবর্ণের দীর্ঘ একাদেশ হয়। যেমন- লক্ষ্মীশঃ। লক্ষ্মী ঈশঃ এই রূপে পদের বিশ্লেষ করলে লক্ষ্মী পদের শেষ ঈ-কার এবং ঈশঃ পদের প্রথম ঈ-কার এই দুই মিলে দীর্ঘ ঈ-কার হল এবং লক্ষ্মীশঃ এরূপ স্থিতি হল। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থে 'আদ্ গুণঃ' (৬.১.৮৭)[৩] ও 'বৃদ্ধিরেচি' (৬.১.৮৮)[৪] এই দুই সূত্র-ও দেখা যায়। কিন্তু এই বিষয়ে বোপদেব মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণে একটি সূত্রের অবতারনা করে পাণিনির দুটি সূত্রের অর্থকে একটি সূত্রে রূপান্তরিত করেছেন, সূত্রটি হল- 'আদিগেচোর্ণুব্রী' (১.২.২৩)[৫]। অর্থাৎ অ-কার এবং আ-কারের পর ইক্ (ই, উ, ঋ, ঌ) এবং এচের (এ, ও, ঐ, ঔ) যথাক্রমে গুণ এবং বৃদ্ধি হয়। যথা- মাধব+ঋদ্ধি= মাধবর্দ্ধি (গুণ), কৃষ্ণ+একত্বম্= কৃষ্ণৈকত্বম্ (বৃদ্ধি)। আলোচ্য উদাহরণে অ-কারের পর ইক্ বর্ণ ঋ-কার থাকায় গুণ হয়েছে এবং অকারের পর এচ্ বর্ণ এ-কার থাকায় বৃদ্ধি হয়েছে। আবার বোপদেব শুধু পাণিনিকেই অনুসরণ করেন নি, বার্ত্তিককার কাত্যায়নকেও অনুসরণ করেছেন। যেমন-স্বাদীরেরিণোঃ (বার্ত্তিক ৩৬০৬)[৬], অক্ষাদূহিন্যামুপসংখ্যানম্ (বার্ত্তিক ৩৬০৪)[৭] এই বার্ত্তিকদুটিকে বোপদেব অনুসরণ করেছেন তাঁর মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণে। এ বিষয়ে বোপদেব তাঁর মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণে একটি সূত্রের অবতারনা করে বার্ত্তিককার কাত্যায়নের দুটি বার্ত্তিকের অর্থকে একটি সূত্রে রূপান্তরিত করেছেন, সূত্রটি হল- 'স্বাক্ষয়োরীরোহিণ্যৌ' (১.২.৩১)। অর্থাৎ স্ব শব্দ এবং অক্ষ শব্দের অ-বর্ণের পরস্থিত ঈর শব্দ ও ঊহিণী শব্দ থাকলে বৃদ্ধি হয়। যথা- **স্ব ঈরম্ > স্বৈরম্, অক্ষ ঊহিণী > অক্ষৌহিণী**। এখানে স্ব-এর ব-কারস্থিত অকার এবং ঈরম্-এর ঈ-কার মিলে স্বেরম্ না হয়ে বৃদ্ধি ঐ-কার হল আলোচ্য এই বিশেষ সূত্রানুসারে। পাণিনীয় ব্যাকরণে অচ্ সন্ধি বিষয়ে অপর এক বার্ত্তিক হল- প্রবৎসতরকম্বলবসনার্ণদশানামৃণে

(বার্ত্তিক ৩৬০৮)[৮]। এ বিষয়ে বোপদেবের সূত্রটি হল 'ঋণ-প্র-বসন-বৎসর-বৎসতর-দশকম্বলস্যর্ণঃ' (১.২.৩০)[৯]। অর্থাৎ ঋণ, প্র, বসন, বৎসর, বৎসতর, দশ এবং কম্বল শব্দের পর ঋণ শব্দ থাকলে পূর্বের অ-কার এবং ঋণ শব্দের ঋ-কার মিলে (গুণাপবাদে) বৃদ্ধি আর্ হয়। যেমন- **কম্বল ঋণম্ > কম্বলার্ণম্**। পাণিনীয় ব্যাকরণের 'ঋতে চ তৃতীয়াসমাসে' (বার্ত্তিক ৩৬০৭)[১০] এই বার্ত্তিকটিকে বোপদেব অনুসরণ করেছেন তাঁর মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণে। এ বিষয়ে বোপদেবের সূত্রটি হল 'ত্রীসে তৃতো ব্রিং' (১.২.২৯)[১১]। অর্থাৎ তৃতীয়াতৎপুরুষ সমাস হলে অ-বর্ণের পরস্থিত ঋত শব্দের ঋ-কারের পূর্বস্থিত অ-বর্ণের সঙ্গে বৃদ্ধি হয়। যথা- **শীতেন ঋতঃ, শীতার্তঃ**। পাণিনীয় ব্যাকরণের 'প্রাদূহোঢ়োঢ্যেষ্যেষু' (বার্ত্তিক ৩৬০৫)[১২] এই বার্ত্তিকটিকে বোপদেব অনুসরণ করে পৃথক দুটি সূত্রের চয়ন করেছেন-'প্রস্যোঢ়োঢ্যহাঃ' (১.২.৩২)[১৩], 'বৈষৈষ্যৌ' (১.২.৩৩)। অর্থাৎ 'প্রস্যোঢ়োঢ্যহাঃ' এই সূত্রের অর্থ হল- প্র উপসর্গের পর ঊঢ়, ঊঢ়ি ও ঊহ শব্দ থাকলে প্র শব্দের অ-কার এবং ঊঢ়াদির ঊ-কার মিলে বৃদ্ধি ঔ কার হবে। যথা- **প্র ঊঢ়ঃ > প্রৌঢ়ঃ**। এখানে প্র এর অ-কার এবং ঊঢ়-এর ঊ-কার উভয় মিলে বৃদ্ধি হয়ে ঔ-কার হল। এখানে বৃদ্ধি নিত্য, কিন্তু 'বৈষৈষ্যৌ' এই সূত্রে বিকল্পে বৃদ্ধি দেখিয়েছেন। 'বৈষৈষ্যৌ' এই সূত্রের অর্থ হল- প্র শব্দের পর এষ এবং এষ্য শব্দের এ-কারের বিকল্পে বৃদ্ধি হয়। যথা- **প্র এষঃ > প্রেষঃ, প্রৈষঃ**। এখানে বোপদেব গুণের সঙ্গে সঙ্গে বিকল্পে বৃদ্ধিও দেখালেন। এটি তাঁর স্বতন্ত্র প্রয়োগ, একথা বলা যেতে পারে। অচ্ সন্ধি বিষয়ে পাণিনীর 'উপসর্গাদৃতি ধাতৌ' (৬.১.৯১)[১৪] এবং 'এঙি পররূপম্' (৬.১.৯৪) এই সূত্রদুটিকে অনুসরণ করে বোপদেব একটি সূত্রের মাধ্যমে দুটি সূত্রের অর্থকে বুঝিয়েছেন-'গের্ধোরনেধিন এঙ্ঋকোঃ' (১.২.২৪)[১৫]। সূত্রটির সরলার্থ করে বলা যায় যে- উপসর্গের অ-কার, আ-কারের পর ধাতুর এঙ্ (এ,ও) থাকলে উভয় মিলে ণু(গুণ) হয় এবং ধাতুর ঋক্ থাকলে উভয় মিলে ঋক্-এর বৃদ্ধি হয়। এধ্ ও অদাদিগণীয় ই ধাতু পরে থাকলে গুণ হয় না। যথা- **অপ ঋচ্ছতি > অপার্চ্ছতি,** অপ-এর পকারস্থিত অ-কার এবং ঋচ্ছতি এই ঋচ্ছ ধাতুর ঋকারে বৃদ্ধি আর্ হয়ে **অপার্চ্ছতি** এরূপ হল। আবার পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থে 'বা সুপ্যাপিশলেঃ' (৬.১.৯২)[১৬] এই সূত্রটি দেখা যায়। কিন্তু এই বিষয়ে বোপদেব তাঁর মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণে একটি সূত্রের অবতারনা করেছেন। সূত্রটি হল- 'লিধোর্বা' (১.২.২৫)[১৭]। অর্থাৎ অবর্ণান্ত উপসর্গের পর লিধু অর্থাৎ নামধাতুর পূর্বোক্ত কার্য (গুণ ও বৃদ্ধি) বিকল্পে হবে। যথা- **প্র একীযতি > প্রেকীযতি (গুণ), প্র একীযতি > প্রৈকীযতি (বৃদ্ধি)**। একম্ ইচ্ছতি (এক-ক্যচ্-লট্ তি) এই ভাবে একীযতি রূপ হয়। একীযতি অর্থাৎ এক-কে ইচ্ছা করে। আলোচ্য উদাহরণে প্র হল অ-বর্ণান্ত উপসর্গ এবং একীযতি হল নামধাতু। অর্থাৎ এখানে এই সূত্রানুসারে প্র এই অ-বর্ণান্ত উপসর্গের পর নামধাতু থাকায় বিকল্পে গুণ ও বৃদ্ধি হবে। পাণিনি তাঁর অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থে 'ইকো যণচি' (৬.১.৭৭)[১৮], 'এচো 'যবাযাবঃ' (৬.১.৭৮) এই সূত্রদুটি করেছেন। এই বিষয়ে বোপদেব পাণিনিকে অনুসরণ করেছেন এবং একটি সূত্রের মাধ্যমে এই দুটি সূত্রের অর্থকে বুঝিয়েছেন। এই বিষয়ে বোপদেবের সূত্রটি হল 'যলাযবাযাবো 'চীচঃ' (১.২.৩৫)[১৯]। সূত্রটির সরলার্থ করে বলা যায় যে- ইচ্ (ই উ ঋ ঌ এ ও ঐ ঔ) এদের স্থানে যথাক্রমে য্ ব্ র্ ল্ অয্ অব্ আয্ আব্ হয়, যদি অচ্ (অ ই উ ঋ ঌ এ ঐ ও ঔ) পরে থাকে। ই, ঈ স্থানে য্; উ, ঊ স্থানে ব্; ঋ, দীর্ঘ ঋ স্থানে র্; ঌ, দীর্ঘ ঌ স্থানে ল্; এ স্থানে অয্; ও স্থানে অব্; ঐ স্থানে আয্; ঔ স্থানে আব্ হয়। যথা- **ত্রি অম্বকঃ > ত্র্যম্বকঃ**। এখানে ত্রি এর ইকারের পর অম্বকঃ-এর আদিতে অ-কার থাকায় ই-কারের স্থানে য্ হল। ই-কারের উচ্চারণস্থান তালু এবং য-কারের স্থান তালু। তাই ই-কারের স্থানে য্-কার হবে। যেহেতু যে স্থানী এবং যে আদেশের উচ্চারণস্থান এক হবে সেই স্থানীর ক্ষেত্রে সেই আদেশটি হবে। পাণিনীয় ব্যাকরণে 'অবঙ্ স্ফোটায়নস্য' (৬.১.১২৩)[২০] - এই সূত্রকে অনুসরণ করে বোপদেব মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণে একটি সূত্র করেছেন- 'বাব গোর্দান্তে' (১.২.৩৬)[২১]। সূত্রদ্বয়ের রূপতাত্ত্বিক বৈষম্য থাকলেও অর্থগত পুরোপুরি সাদৃশ্য রয়েছে। সূত্রদ্বয়ের সরলার্থ করে বলা যায় যে- অচ্ পরে থাকলে পদান্তে স্থিত গো শব্দের ও-কারের স্থানে বিকল্পে অব হয়। যথা- **গো ঈশঃ > গবেশঃ, গবীশঃ**। এখানে **গো ঈশঃ** এই স্থিতিতে বাব গোর্দান্তে (১.২.৩৬) সূত্রানুযায়ী বিকল্পে ও-কারের স্থানে অব আদেশ করে গ্ অব ঈশঃ এরূপ স্থিতি হল। এরপর **গব ঈশঃ > গবেশঃ** [আদিগেচোর্ণুব্রী (১.২.২৩) এই সূত্রানুযায়ী গুণ হল]। গবীশঃ এই স্থলে **গো ঈশঃ > গব্ ঈশঃ >গবীশঃ**, যলাযবাযাবো 'চীচঃ (১.২.৩৫)-এই সূত্রানুযায়ী পরে অচ্ থাকার জন্য অর্থাৎ ঈ-কার থাকার জন্য ও-কারের স্থানে অব্ আদেশ করা হল এবং **গবীশঃ** এই রূপটি পাওয়া গেল।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে বোপদেব পাণিনিকে অনুসরণ করলেও পুরোপুরি অনুসরণ করেন নি, কিছু স্বতন্ত্রতা দেখা যায় তাঁর মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণে। যেমন বোপদেব পররূপ একাদেশ কিনবা পূর্বরূপ একাদেশ কোনটাই স্বীকার করেন নি কিন্তু পাণিনি পররূপ একাদেশ এবং পূর্বরূপ একাদেশ স্বীকার করেছেন। বোপদেব পররূপ কিনবা পূর্বরূপের ক্ষেত্রে পূর্বের বর্ণের কিনবা পরের বর্ণের লোপ করছেন। যেমন 'এঙঃ পদান্তাদতি' (৬.১.১০৯)[২২] -এই সূত্রটি পাণিনি করেছেন। এর সূত্রার্থ হল- পদের অন্তস্থিত এ-কার এবং ও-কারের পর অ-কার থাকলে পূর্বরূপ একাদেশ হয়। যথা- **তে অত্র > তে ত্র।** এখানে পূর্বরূপ একাদেশ হল। কিন্তু এক্ষেত্রে বোপদেব পাণিনিকে অনুসরণ করলেও পৃথক পদ্ধতিতে একটি সূত্র করেছেন-

'এঙো' তঃ' (১.২.৩৮)[২৩]। এর সূত্রার্থ হল- পদের অন্তস্থিত এঙ্ অর্থাৎ এ-কার এবং ও-কারের পর অ-কার থাকলে তার লোপ হয় (লোপের পর যে ['] চিহ্ন থাকে তাকে লুপ্ত অ-কার বলে)। যথা- তদ্ শব্দের প্রথমার বহুবচনে **তে** হয়। সুতরাং **তে** একটি পদ। এখানে **তে অত্র** এরূপ স্থিতিতে **তে**-এর পদান্তস্থিত এ-কারের পর **অত্র** এই পদের অ-কারের লোপ হল এবং **তে 'ত্র** এরূপ হল। অর্থাৎ বোপদেব **তে 'ত্র** স্বীকার করলেন কিন্তু ভিন্ন পদ্ধতিতে। পাণিনি **তে 'ত্র**-এর ক্ষেত্রে পূর্বরূপ একাদেশ স্বীকার করলেন কিন্তু বোপদেব **তে 'ত্র**-এর ক্ষেত্রে পূর্বরূপ একাদেশ স্বীকার করলেন না বরং **তে 'ত্র**-এর ক্ষেত্রে **তে**-এর পদান্তস্থিত এ-কারের পর **অত্র** এই পদের অ-কারের লোপ করলেন এবং **তে 'ত্র** এরূপ হল। পররূপ বিষয়ে পাণিনীয় ব্যাকরণে 'শকন্ধ্বাদিষু পররূপম্ বাচ্যম্' (বার্ত্তিক ৩৬৩২)[২৪] -এই বার্ত্তিকটি আছে। এই বার্ত্তিকটির অনুসরণে বোপদেব 'মনীষাঃ'(১.২.৩৪)[২৫] -এই সূত্রটি চয়ন করেন। সূত্রদুটির রূপতাত্ত্বিক বৈষম্য আছে এবং বক্তব্যের দিক থেকেও পুরোপুরি সাদৃশ্য নেই। অর্থাৎ পাণিনীয় ব্যাকরণে বার্ত্তিককার কাত্যায়ন 'শকন্ধ্বাদিষু পররূপম্ বাচ্যম্' এই বার্ত্তিকটির অর্থ করেছেন শকন্ধুঃ প্রভৃতি শব্দ পরে থাকলে শক প্রভৃতি শব্দের ক-কারস্থিত অ-কারের পররূপ একাদেশ হয়। যথা- শক অন্ধু, শকন্ধু। মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণেও শকন্ধুঃ এই পদটি সিদ্ধ করেছেন, কিন্তু ভিন্ন উপায়ে। এক্ষেত্রে বোপদেব শকন্ধুঃ প্রভৃতি শব্দ পরে থাকলে শক প্রভৃতি শব্দের ক-কারস্থিত অ-কারের লোপ করেছেন। যথা- **শক অন্ধু >শক্ অন্ধু > শকন্ধু**। অর্থাৎ বোপদেব পররূপ একাদেশ স্বীকার না করে শক প্রভৃতি শব্দের ক-কারস্থিত অ-কারের লোপ করেছেন। এই বিষয়ে বোপদেবের স্বতন্ত্রতা লক্ষ্য করা যায়। সেই রকম ভাবেই বোপদেবের আরেকটি স্বতন্ত্র মতের বহিঃপ্রকাশ ঘটে 'লোপো 'স্যোমাঙোঃ '(১.২.২৬)[২৬] এই সূত্রে। যদিও এই সূত্রটিকে বোপদেব পাণিনিকে অনুসরণ করেই করেছেন, এ বিষয়ে পাণিনির সূত্র হল 'ওমাঙোশ্চ '(৬.১.৯৫)[২৭]। পাণিনির 'ওমাঙোশ্চ '(৬.১.৯৫) সূত্রের বক্তব্য হল- অ-বর্ণের পরে ওম্ শব্দ এবং আঙ্ (আ) থাকলে পররূপ একাদেশ হয়। যথা- **কা ওম্ ইতি > কোমিতি।** এখানে পররূপ একাদেশ হল। বোপদেবের 'লোপো 'স্যোমাঙোঃ '(১.২.২৬) সূত্রের বক্তব্য হল- অ-বর্ণের পরে ওম্ শব্দ এবং আঙ্ (আ) থাকলে অ-বর্ণের (অ-কার, আ-কারের) লোপ হয়। যথা- **শিবায-ওম্ নমঃ > শিবাযোং নমঃ**। এখানে **শিবায** এবং **ওম্** এই **ওম্** পরে থাকায় **শিবায**-এর য-কারস্থিত অ-কারের লোপ হয়। পররূপ বিষয়ে পাণিনীয় ব্যাকরণে আরেকটি বার্ত্তিক হল 'এবে চানিয়োগে' (বার্ত্তিক ৩৬৩১)[২৮]। এর অর্থ হল- এব শব্দ পরে থাকলে পূর্বপদস্থিত অন্তিম অ-বর্ণের পররূপ একাদেশ হয়, এব শব্দের নিয়োগ অর্থ হলে হয় না। নিয়োগ না বোঝালে অ-কারের পর এব শব্দ থাকলে পররূপ একাদেশ হয়। নিয়োগ শব্দের অর্থ অবধারণ। যথা- **অদ্য এব > অদ্যেব।** এবিষয়ে মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণে একটি সূত্র রয়েছে 'এবে 'নিয়োগে' (১.২.২৭)[২৯]। সূত্রটির অর্থ হল- এব শব্দ পরে থাকলে পূর্বপদস্থিত অন্তিম অ-বর্ণের লোপ হয়, এব শব্দের নিয়োগ অর্থ হলে হয় না। নিয়োগ না বোঝালে অ-কারের পর এব শব্দ থাকলে অ-বর্ণের লোপ হয়। যথা- **অদ্য এব > অদ্যেব।** অর্থাৎ বোপদেব পররূপ একাদেশ স্বীকার না করে **অদ্যেব**-তে **অদ্য**-এর অন্তিম অ-কারের লোপ করে **অদ্যেব** পদটি সিদ্ধ করেছেন। এবিষয়ে বোপদেবের স্বতন্ত্রতা লক্ষ্য করা যায়। পররূপ বিষয়ে পাণিনীয় ব্যাকরণের 'ওত্বোষ্ঠয়োঃ সমাসে বা' (বার্ত্তিক ৩৬৩৪)[৩০] এই বার্ত্তিকটিকে অনুসরণ করে বোপদেব একটি পৃথক সূত্র চয়ন করেছেন 'বৌষ্ঠৌত্বোঃ সে' (১.২.২৮)[৩১]। 'ওত্বোষ্ঠয়োঃ সমাসে বা' (বার্ত্তিক ৩৬৩৪) এই বার্ত্তিকটির অর্থ হল- ওতু এবং ওষ্ঠ শব্দের সঙ্গে সমাস হলে বিকল্পে পররূপ একাদেশ হয়। যথা- **স্থূলশ্চাসৌ ওতুশ্চেতি** এই বাক্যে সমাস করলে **স্থূল ওতু> স্থূলোতুঃ** এরূপ হবে। অর্থাৎ পররূপ একাদেশ হবে। বোপদেবের 'বৌষ্ঠৌত্বোঃ সে'

(১.২.২৮) এই সূত্রটির অর্থ হল- ওতু এবং ওষ্ঠ শব্দের সঙ্গে সমাস হলে বিকল্পে ঐ শব্দদ্বয়ের পূর্ববর্ত্তী অ-বর্ণের লোপ হয়। যথা- **বিম্বে ইব ওষ্ঠৌ যস্য, বিম্ব ওষ্ঠঃ > বিম্বোষ্ঠঃ। বিম্বে ইব ওষ্ঠৌ যস্য** এই বাক্যে সমাস করলে বিম্ব ওষ্ঠঃ এরূপ অবস্থায় বিম্ব এই পদের অ-কারের বিকল্পে লোপ হয় এবং **বিম্বোষ্ঠঃ** এরূপ হয়। অর্থাৎ বোপদেব পররূপ একাদেশ স্বীকার না করে **স্থূলোতুঃ** - তে **স্থূল** এর অন্তিম অ-কারের লোপ করে **স্থূলোতুঃ** পদটি সিদ্ধ করেছেন। এ বিষয়েও বোপদেবের স্বতন্ত্রতা লক্ষ্য করা যায়।

প্রকৃতিভাব প্রসঙ্গে পাণিনীয় ব্যাকরণের অন্যতম সূত্র হল 'ঈদূদেদ্ দ্বিবচনং প্রগৃহ্যম্' (১.১.১১)[৩২], 'অদসো মাৎ' (১.১.১২)[৩৩]। 'ঈদূদেদ্ দ্বিবচনং প্রগৃহ্যম্' (১.১.১১) সূত্রটির অর্থ হল- ঈ-কারান্ত, ঊ-কারান্ত এবং এ-কারান্ত দ্বিবচনান্ত পদের প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হয়। যথা- **হরী এতৌ, বিষ্ণূ ইমৌ।** এখানে হরী, বিষ্ণূ এই দ্বিবচনান্ত পদের প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হয়েছে। 'অদসো মাৎ' (১.১.১২) সূত্রটির অর্থ হল- অদস্ শব্দের মকারের পরস্থিত ঈ-কার, ঊ-কারের সন্ধি হয় না। যথা- **অমূ আনয়,** এখানে সন্ধি হয় নি। এই প্রসঙ্গে বোপদেব পাণিনির দুটি সূত্রের অর্থকে একটি সূত্রের মাধ্যমে বুঝিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণের সূত্রটি হল 'ব্বদ্বে 'মীযে$_{৭}$' (১.২.৪১)[৩৪]। অর্থাৎ ব্ব (বহুবচন) নিষ্পন্ন অমী শব্দ এবং দ্ব (দ্বিবচন) নিষ্পন্ন দীর্ঘ ঈ, দীর্ঘ ঊ এবং এ-কারান্ত শব্দের সন্ধি নিষ্পন্ন হয় না। যথা- অমী (অদস্ শব্দের প্রথমার বহুবচন) ঈশা > অমী ঈশা, হরী (হরি শব্দের প্রথমার দ্বিবচন) এতৌ > হরী এতৌ। পাণিনীয় ব্যাকরণের 'নিপাত একাজনাঙ্' (১.১.১৪)[৩৫], 'প্লুতপ্রগৃহ্যা অচি নিত্যম্' (৬.১.১২৫)[৩৬], 'ওৎ' (১.১.১৫)[৩৭] এই সূত্রগুলিকে বোপদেব তাঁর মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণে একটি সূত্রের মাধ্যমে পাণিনির তিনটি সূত্রের অর্থকে একটি সূত্রে পরিণত করেছেন। সূত্রটি হল- 'নাজো 'ন্তো' নাঙ্ নিঃ প্লুশ্চঃ' (১.২.৪০)[৩৮]। সূত্রটির অর্থ হল- আঙ্ ভিন্ন এক অচ্ (একমাত্র স্বরবর্ণ) অব্যয়, ও-কারান্ত নিপাত এবং প্লুত স্বর এদের সন্ধি হয় না (প্লুত যথা- দূর থেকে আহ্বানে, গানে, রোদনে)। **অ ই উ** তিনটি অব্যয় শব্দ, অর্থ সম্বোধন। ঐ তিনটি এক একটি স্বরবর্ণ মাত্র। সুতরাং **অ অবেহি** ইত্যাদি স্থলে সন্ধি করে দীর্ঘ হতে পারল না। **ই** নিপাতের অর্থ বিস্ময়। **উ** নিপাতের অর্থ বিতর্ক অর্থাৎ **ই ইন্দ্রঃ, উ উমেশঃ** এখানে সন্ধি হল না যেহেতু **ই উ** এগুলি একাচ্ নিপাত। পাণিনীয় ব্যাকরণের সূত্র 'সম্বুদ্ধৌ শাকল্যস্যেতাবনার্ষে' (১.১.১৬)[৩৯] -এর সঙ্গে মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণের সূত্র 'স্যোদ্বেতৌ' (১.২.৪২)[৪০] -এর অর্থগত দিক থেকে পুরোপুরি সাদৃশ্য রয়েছে। সূত্রদ্বয়ের অর্থ হল- **ইতি** শব্দ পরে থাকলে সম্বোধনে ও-কারান্ত শব্দের বিকল্পে সন্ধি হয় না। **বায়ু** ও **ভানু** শব্দের সম্বোধনে **বায়ো, ভানো।** অর্থাৎ **বায়ো ইতি, ভানো ইতি** এখানে আলোচ্য সূত্রানুযায়ী সন্ধি হল না।

আবার পাণিনীয় ব্যাকরণে আরেকটি সূত্র পাওয়া যায়- 'সর্বত্র বিভাষা গোঃ' (৬.১.১২২)। এবিষয়ে মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণে বোপদেব রূপের সংক্ষিপ্তকরণের দ্বারা একটি পৃথক সূত্র চয়ন করেছেন-'গোর্বা' (১.২.৩৯)[৪১]। এই দুই সূত্রের রূপগত বৈষম্য থাকলেও অর্থগত পুরোপুরি সাদৃশ্য আছে। অর্থাৎ অ-কার পরে থাকলে বিকল্পে গো শব্দের ও-কারের সন্ধি হয় না। **গো অগ্রম্** এখানে বিকল্পে সন্ধি হয় নি 'গোর্বা' সূত্রানুসারে। পাণিনীয় ব্যাকরণের সূত্র 'ইকো 'সবর্ণে শাকল্যস্য হ্রস্বশ্চ' (৬.১.১২৭)[৪২] এবং ন সমাসে (বার্ত্তিক ৩৬৮৪) এই বার্ত্তিককে অনুসরণ করে বোপদেব পাণিনির এবং বার্ত্তিককারের সূত্রদ্বয়ের অর্থকে একটি সূত্রের রূপ দিয়েছেন। সূত্রটি হল- 'বেক্ স্বশ্চার্ণে 'সে' (১.২.৪৪)[৪৩] সূত্রটির অর্থ হল- অসবর্ণ (অসমান) অচ্ পরে থাকলে বিকল্পে পদান্ত (পদের অন্তে স্থিত) ইকের (ই উ ঋ ঌ) সন্ধি হয় না এবং বিকল্পে দীর্ঘ স্বর হ্রস্ব হয়ে যায়, স (সমাস) হলে এই সূত্রের কার্য হয় না। যথা- **শার্ঙ্গী অত্র** এই স্থিতিতে **শার্ঙ্গী**-এর গ-কারস্থিত ঈ-কার ইকের অন্তর্গত এবং পরপদে আদিতে অসবর্ণ স্বরবর্ণ অ-কার থাকার কারণে **শার্ঙ্গী অত্র** এখানে সন্ধি হয় নি। শুধু তাই-ই নয়, **শার্ঙ্গী**-এর গ-কারস্থিত ঈ-কার হ্রস্ব হয়ে যাবে আলোচ্য সূত্রানুসারে। অর্থাৎ **শার্ঙ্গি অত্র** এরূপ হবে। পাণিনির 'ঋত্যকঃ' (৬.১.১২৮)[৪৪] এই সূত্রের সঙ্গে বোপদেবের 'ঋক্যক্' (১.২.৪৫)[৪৫] -এই সূত্রের অর্থগত সাদৃশ্য রয়েছে। সূত্রটির অর্থ হল- ঋক্ পরে থাকলে অক্-এর (অ ই উ ঋ ঌ) বিকল্পে সন্ধি হয় না এবং বিকল্পে হ্রস্ব হয়ে যায়। যথা- **ব্রহ্মা ঋষিঃ > ব্রহ্ম ঋষিঃ, ব্রহ্মর্ষিঃ।** এখানে ব্রহ্মা-এর ম০০-কারস্থিত আকার অক্-এর অন্তর্গত এবং পরপদে ঋ-বর্ণ ঋক্-এর অন্তর্গত। তাই এখানে সন্ধি হয় নি এবং দীর্ঘ স্বর হ্রস্ব হয়ে গিয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় যে পাণিনি এবং বোপদেব উভয় বৈয়াকরণই সংস্কৃত ব্যাকরণের গহন গম্ভীর আলোচনা এবং শব্দশাস্ত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রহস্য উদঘাটন করেছেন স্বীয় প্রতিভায়। *অষ্টাধ্যায়ী* এবং *মুগ্ধবোধব্যাকরণ* –উভয় গ্রন্থের অচ্-সন্ধির তুলনামূলক আলোচনায় কেবল তাদের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য নয়, আধুনিক যুগের শব্দবিদ্যার আলোকে এই দুই গ্রন্থের অবদানও অনস্বীকার্য।

তথ্যসূত্র :

১. ভট্টোজি দীক্ষিত, বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী, প্রথম ভাগ, সম্পা. গিরিধর শর্মা ও পরমেশ্বরানন্দ শর্মা, পৃ. ৯৮
২. বোপদেব, মুগ্ধবোধব্যাকরণম্, সম্পা. জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য, পৃ. ১৬
৩. ভট্টোজি দীক্ষিত, বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী, প্রথম ভাগ, সম্পা. গিরিধর শর্মা ও পরমেশ্বরানন্দ শর্মা, পৃ. ৮২
৪. তদেব, পৃ. ৮৪
৫. বোপদেব, মুগ্ধবোধব্যাকরণম্, সম্পা. জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য, পৃ. ১৭
৬. ভট্টোজি দীক্ষিত, বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী, প্রথম ভাগ, সম্পা. গিরিধর শর্মা ও পরমেশ্বরানন্দ শর্মা, পৃ. ৮৭
৭. তদেব, পৃ. ৮৭
৮. তদেব, পৃ. ৮৯
৯. বোপদেব, মুগ্ধবোধব্যাকরণম্, সম্পা. জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য, পৃ. ২১
১০. ভট্টোজি দীক্ষিত, বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী, প্রথম ভাগ, সম্পা. গিরিধর শর্মা ও পরমেশ্বরানন্দ শর্মা, পৃ. ৮৯
১১. বোপদেব, মুগ্ধবোধব্যাকরণম্, সম্পা. জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য, পৃ. ২১
১২. ভট্টোজি দীক্ষিত, বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী, প্রথম ভাগ, সম্পা. গিরিধর শর্মা ও পরমেশ্বরানন্দ শর্মা, পৃ. ৮৮
১৩. বোপদেব, মুগ্ধবোধব্যাকরণম্, সম্পা. জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য, পৃ. ২২
১৪. ভট্টোজি দীক্ষিত, বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী, প্রথম ভাগ, সম্পা. গিরিধর শর্মা ও পরমেশ্বরানন্দ শর্মা, পৃ. ৯০
১৫. বোপদেব, মুগ্ধবোধব্যাকরণম্, সম্পা. জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য, পৃ. ১৮
১৬. ভট্টোজি দীক্ষিত, বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী, প্রথম ভাগ, সম্পা. গিরিধর শর্মা ও পরমেশ্বরানন্দ শর্মা, পৃ. ৯৩
১৭. বোপদেব, মুগ্ধবোধব্যাকরণম্, সম্পা. জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য, পৃ. ১৮
১৮. ভট্টোজি দীক্ষিত, বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী, প্রথম ভাগ, সম্পা. গিরিধর শর্মা ও পরমেশ্বরানন্দ শর্মা, পৃ. ৫৫
১৯. বোপদেব, মুগ্ধবোধব্যাকরণম্, সম্পা. জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য, পৃ. ২৫
২০. ভট্টোজি দীক্ষিত, বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী, প্রথম ভাগ, সম্পা. গিরিধর শর্মা ও পরমেশ্বরানন্দ শর্মা, পৃ. ১০২
২১. বোপদেব, মুগ্ধবোধব্যাকরণম্, সম্পা. জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য, পৃ. ২৫
২২. ভট্টোজি দীক্ষিত, বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী, প্রথম ভাগ, সম্পা. গিরিধর শর্মা ও পরমেশ্বরানন্দ শর্মা, পৃ. ১০১

২৩. বোপদেব, মুগ্ধবোধব্যাকরণম্, সম্পা. জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য, পৃ. ২৬
২৪. ভট্টোজি দীক্ষিত, বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী, প্রথম ভাগ, সম্পা. গিরিধর শর্মা ও পরমেশ্বরানন্দ শর্মা, পৃ. ৯৫
২৫. বোপদেব, মুগ্ধবোধব্যাকরণম্, সম্পা. জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য, পৃ. ২২
২৬. তদেব, পৃ. ১৯
২৭. ভট্টোজি দীক্ষিত, বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী, প্রথম ভাগ, সম্পা. গিরিধর শর্মা ও পরমেশ্বরানন্দ শর্মা, পৃ. ৯৭
২৮. তদেব, পৃ. ৯৪
২৯. বোপদেব, মুগ্ধবোধব্যাকরণম্, সম্পা. জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য, পৃ. ২০
৩০. ভট্টোজি দীক্ষিত, বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী, প্রথম ভাগ, সম্পা. গিরিধর শর্মা ও পরমেশ্বরানন্দ শর্মা, পৃ. ৯৬
৩১. বোপদেব, মুগ্ধবোধব্যাকরণম্, সম্পা. জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য, পৃ. ২০
৩২. ভট্টোজি দীক্ষিত, বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী, প্রথম ভাগ, সম্পা. গিরিধর শর্মা ও পরমেশ্বরানন্দ শর্মা, পৃ. ১১২
৩৩. তদেব, পৃ. ১১৩
৩৪. বোপদেব, মুগ্ধবোধব্যাকরণম্, সম্পা. জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য, পৃ. ২৮
৩৫. ভট্টোজি দীক্ষিত, বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী, প্রথম ভাগ, সম্পা. গিরিধর শর্মা ও পরমেশ্বরানন্দ শর্মা, পৃ. ১১৫
৩৬. তদেব, পৃ. ১০৪
৩৭. তদেব, পৃ. ১১৭
৩৮. বোপদেব, মুগ্ধবোধব্যাকরণম্, সম্পা. জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য, পৃ. ২৭
৩৯. ভট্টোজি দীক্ষিত, বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী, প্রথম ভাগ, সম্পা. গিরিধর শর্মা ও পরমেশ্বরানন্দ শর্মা, পৃ. ১১৭
৪০. বোপদেব, মুগ্ধবোধব্যাকরণম্, সম্পা. জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য, পৃ. ২৯
৪১. তদেব, পৃ. ২৭
৪২. ভট্টোজি দীক্ষিত, বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী, প্রথম ভাগ, সম্পা. গিরিধর শর্মা ও পরমেশ্বরানন্দ শর্মা, পৃ. ১০৫
৪৩. বোপদেব, মুগ্ধবোধব্যাকরণম্, সম্পা. জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য, পৃ. ৩০
৪৪. ভট্টোজি দীক্ষিত, বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী, প্রথম ভাগ, সম্পা. গিরিধর শর্মা ও পরমেশ্বরানন্দ শর্মা, পৃ. ১০৬
৪৫. বোপদেব, মুগ্ধবোধব্যাকরণম্, সম্পা. জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য, পৃ. ৩০